



ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রারের কার্যালয়
www.iau.edu.bd



বাড়ি নং-১২৪/৯০/৩, বুক-বি, সড়ক নং-০২, গুয়েস্ট ধানমন্ডি, বহিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২৩১


স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/ইউজিসি (পার্ট-৩)/২০১৯/১০৬৬৭

তারিখ : ২৫/১১/২০২০ খ্রি.

বিষয় : শোক প্রস্তাবের গেজেট ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

- সূত্র : ১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৯৯.০০৭.১৯.৩৪৭, তারিখ- ১২.১০.২০২০খ্রি.
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৩৪.০২৮.১৮.৩৬৯, তারিখ- ২০.১০.২০২০খ্রি.
৩. ইউজিসির স্মারক নং- ইউজিসি/প্রশা:/৪(৪)৭৩/১১-২/৪৯৩২, তারিখ- ২৯.১০.২০২০খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত স্মারকের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাব গেজেট এর অতিরিক্ত সংখ্যা দুটি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হল।


(এ.এস. মাহমুদ)

রেজিস্ট্রার

মোবা: ০১৭০৫-৪০৮০০১


ইমেইল- iaregistr@gmail.com

স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/ইউজিসি (পার্ট-৩)/২০১৯/১০৬৬৭

তারিখ : ২৫/১১/২০২০ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. ট্রেজারার, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৫. উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব (সদয় অবগতির জন্য), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৬. পরিদর্শন দপ্তর প্রধান, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭. কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮. জনসংযোগ, তথ্য ও পরামর্শ দপ্তর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯. আইসিটি শাখা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০. অফিস নথি।


(ড. মো. শরি হানিফা)
উপ-রেজিস্ট্রার

মোবা: ০১৭০৫-৪০৮০০৪

২২৫



স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৩৪.০২৮.১৮.৩৬৯

তারিখ: ৪ কার্তিক ১৪২৭

২০ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম-এর মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০০১.১৯.২৪১, তারিখ: ১৪ অক্টোবর ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাবের গেজেট সদয় অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

২০-১০-২০২০

মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোন: ৯৫৪৬৫৬৩

ইমেইল: sas_s4@moedu.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
- ২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গ্রিন ডেল্টা এইমস টাওয়ার (লেভেল-১০) ৫১-৫২ মহাখালী বা/এ, ঢাকা ১২১২
- ৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ৪) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ৫) অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ৬) অতিরিক্ত সচিব, কলেজ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ১০) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ১১) চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ



গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ৬, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন ১৪২৭/০৪ অক্টোবর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.২২৪—বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল, রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন পরামর্শক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সরকারের প্রধান আইনজীবী জনাব মাহবুবে আলম গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ)-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্মালিগ্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

২। অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ আশ্বিন ১৪২৭/২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(৯৮৫৭)

মূল্য : টাকা ৪.০০

আরসিএ)

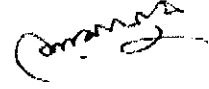
- ১২) ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এর দপ্তর, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
- ১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
- ১৪) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
- ১৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
- ১৬) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ১৭) মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
- ১৮) মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী
- ১৯) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
- ২০) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
- ২১) পরিচালক, পরিচালকের দপ্তর, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
- ২২) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড
- ২৩) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৩৪.০২৮.১৮.৩৬৯/১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সচিব এর একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

তারিখ: ৪ কার্তিক ১৪২৭
২০ অক্টোবর ২০২০



২০-১০-২০২০

মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ
সিনিয়র সহকারী সচিব

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

১৩ আশ্বিন ১৪২৭
ঢাকা : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল, রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন পরামর্শক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে সরকারের প্রধান আইনজীবী জনাব মাহবুবে আলম গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ)-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইম্মালিলাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

জনাব মাহবুবে আলম ১৯৪৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার মৌছামন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সন্মানসহ স্নাতক এবং ১৯৬৯ সালে লোক প্রশাসন বিষয়ে স্নাতকোত্তর হন। ১৯৭২ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে, ১৯৭৯ সালে ভারতের নয়াদিল্লিতে সংবিধান ও সংসদীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে সাংবিধানিক আইন ও সংসদীয় প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির ওপর দুটি ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন জনাব মাহবুবে আলম।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে জনাব মাহবুবে আলম ১৯৭৩ সালে একজন আইনজীবী হিসাবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে নিবন্ধিত হন এবং পেশাগত জীবন শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট-এর হাইকোর্ট বিভাগে তিনি আইনচর্চা শুরু করেন এবং ১৯৮০ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হন। ১৯৯৩-৯৪ সালে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালে জনাব মাহবুবে আলমকে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত এবং ২০০৪ সালে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ২০০৫-০৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া, জনাব মাহবুবে আলম ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল হিসাবে প্রজ্ঞা ও দফতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে রাষ্ট্রের ১৫তম সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন জনাব মাহবুবে আলম। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময়, অর্থাৎ ১১ বছর ধরে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন বিশিষ্ট এই আইনবিদ। তাঁর পেশাদারিত্ব ও সুতীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ সর্বক্ষেত্রেই তাঁকে একজন সফল আইনবেত্তা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলা; সংবিধানের পঞ্চম, সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলা; সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল মামলাসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ মামলায় রাষ্ট্রের পক্ষে মামলা পরিচালনায় অনবদ্য ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন খ্যাতিমান এই আইনবিদ।

জনাব মাহবুবে আলম ছিলেন একজন জ্ঞানী ও প্রখর বিশ্লেষণ-ক্ষমতাধীর্ণ আইনজীবী। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ আইনজীবী হিসাবে তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জ্ঞানির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি জনাব মাহবুবে আলমের ছিল প্রগাঢ় আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ।

ব্যক্তিগতভাবে জনাব মাহবুবে আলম একজন বিনয়ী ও বিনয় ব্যক্তি হিসাবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও সম্ভাব।

জনাব মাহবুবে আলম-এর মৃত্যুতে দেশ একজন অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান ও নির্ভরযোগ্য আইনজীবীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব মাহবুবে আলমের পেশাগত অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। মন্ত্রিসভা জনাব মাহবুবে আলম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে মরহমের স্নেহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।